হোবার্ট ডাব্লুটিএ ইভেন্টের কোয়ার্টারে আরিনা সাভালেঙ্কাকে ৬-১, ৬-১ সেটে হারালেন লেসিয়া সুরেঙ্কো।

মাঠে - ময়দানে

হোবার্ট ডাব্লুটিএ ইভেন্টের কোয়ার্টারে ডোনা ভেকিককে ৬-০, ৬-৪ সেটে হারালেন হিদার ওয়াটসন।

সুপারস্পোর্ট পার্কেও 'সবুজে স্বাগত' বিরাটদের

ধাওয়ানের বদলে ওপেনিংয়ে আসতে পারেন রাহুল, ফের সুযোগ রোহিতকে

এখনই দলে প্রত্যাবর্তন ঘটানোর সুযোগ পাবেন না অজিঙ্কা রাহানে।

সেঞ্চুরিয়ন, ১১ জানুয়ারি: নিউল্যান্ডসের পর সুপারস্পোর্ট পার্কেও গ্রিন পিচে বিরাটদের স্বাগত জানাতে চলেছে প্রোটিয়া বাহিনী। শনিবার থেকে সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে কোহলি অ্যান্ড কোং।

কেপ টাউনে ২০৮ রান তাড়া করতে গিয়ে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় বিশ্বের এক নম্বর টিম কোহলির ভারত। ৭২ রানে প্রথম টেস্টে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে যায় ডু'প্লেসিস অ্যান্ড কোং। চতুর্থ দিন নিউল্যান্ডসের বাইশ গজে পড়ে ১৮টি উইকেট। ৪২ রানে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে একাই ভারতকে শেষ করে দেন ভার্নন ফিল্যান্ডার।

সুপারস্পোর্ট পার্কের বাইশ গজেও বিরাটদের জন্য অপেক্ষা করছে গতি ও বাউন্স। কিউরেটর রায়ান ক্রয়ের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন প্রোটিয়া থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাছ থেকে তেমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, 'আমাদের প্রাথমিক পিচ তৈরি করতে বলা হয়েছে, যেখানে বাউন্স ও গতি থাকবে। সকালে বোলারদের সাহায্য করবে। দুপুরে ব্যাটসম্যানরা রান করতে পারবে। পরের দিকে অবশ্য বল মুভ করবে।' নিউল্যান্ডসে জিতে ওঠে প্রোটিয়া কোচ ওটিস গিবসন পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, 'দলের শক্তির কথা ভেবে আমরা তো ঘরের মাঠের সুবিধা নেবই। দলে হাই কোয়ালিটি ফাস্ট বোলার রয়েছে। কোচ হিসাবেও আমার মানসিকতা ফাস্ট বোলিংয়ের। তিন টেস্টের সিরিজের শেষ টেস্ট জোহার্গের ওয়ান্ডারার্সে। টানা ৯টি টেস্ট সিরিজ জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার পা রেখেছে বিরাটবাহিনী। কেপ টাউনে ভারতীয় বোলাররা পারফর্ম করলেও দাগ কাটতে ব্যর্থ ব্যাটসম্যানরা। প্রথম ইনিংসে ২০৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট দলের ব্যাটিং।'

কেপ টাউন টেস্টে ব্যাটিং ব্যর্থতা ভুলে দলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছেন কোহলি শাস্ত্রী জুটি। দ্বিতীয় টেস্টে শিখরের বদলে ফিরতে পারেন ডানহাতি ওপেনার লোকেশ রাহুল।

ওপেনিং স্লটে রাহুলের ফেরা প্রায় পাকা। বুধবার পাশাপাশি নেটে প্রস্তুতি করেন রাহানে ও রাহুল। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ব্যর্থ শিখর ধাওয়ান। দুই ইনিংসেই মাত্র ১৬ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন বাঁ-হাতি ওপেনার। তাই মুরলী বিজয়ের সঙ্গে লোকেশ রাহুলকে জুড়ে দিয়ে শুরু করতে চায় ভারত।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় টেস্টে ফের হয়ত দলের বাইরে থাকতে হতে পারে অজিঙ্কা রাহানেকে। কেপ টাউনে ব্যর্থ হলেও ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আরও একটা সুযোগ দিতে চায় রোহিতকে। শেষ কয়েকটা সিরিজে ফর্মের ধারে কাছে না থাকাতেই প্রথম টেস্টে রাহানের পরিবর্তে রোহিতকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন কোহলি। পরিসংখ্যানের বিচারে বিদেশের মাটিতে রোহিতদের চেয়ে সাফল্যের বিচারে অনেক এগিয়ে রাহানে। সেজন্যই অ্যালান ডোনাল্ডের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটার দু'জনের মধ্যে রাহানেকেই এগিয়ে রাখছেন।

সেঞ্চুরিয়নে ফিরতে পারে ইশান্ত শর্মাও। বুধবার নেটে দীর্ঘক্ষণ বল করেন তিনি। সেক্ষেত্রে বসতে হতে পারে ডেবিউটেন্ট যশপ্রীত বুমরাহকে। অভিজ্ঞ উমেশ কিংবা ইশান্তকে বসিয়ে প্রথম টেস্টে বুমরাহকে খেলানো নিয়েও অনেকেই ভ্রু কুঁচকে ছিলেন। অভিষেক টেস্টে অবশ্য কোহলিকে হতাশ করেননি বুমরাহ।

সেঞ্চুরিয়ানে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে মেজাজ হালকা করতে অভিনব খেলায় মাতলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বিব নিয়ে খুশুড়ি করতে দেখা গেল কোহলিদের। প্রস্তুতি শেষে বিব নিয়ে অভিনব খেলায় মাতল গোটা দল। খেলাটা খুব সহজ। শিখর-রাহানে-ইশান্তদের পিছনে লুকনো রয়েছে নানা রঙের বিবস। গোল করে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজতেই শুরু ক্রিকেটারদের লড়াই। মজার খেলায় একে অন্যের বিব খুলে ছিনিয়ে নিতে হবে। মাঠে পাড়িয়া-বুমরাহর মতো তরুণরা যতই কেরামতি দেখান না কেন এই খেলায় তারা শুরুতেই দিশেহারা। তুলনায় শিখর, ইশান্ত, কোহলিরা বেশ কিছুক্ষণ ঘাম ঝড়িয়ে নিজেদের বিব অক্ষত রাখলেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার নেট প্র্যাকটিসে রোল বদল অশ্বিনের। অফস্পিনার অশ্বিনকে এর আগে লেগ স্পিন করতে দেখা গিয়েছে। এবার একেবারে নতুন অবতারে। মিডিয়াম পেস বোলিং করতে দেখা গেল ভারতের এক নম্বর টেস্ট বোলারকে। প্রথম টেস্টে দুই উইকেট পেয়েছিলেন অশ্বিন। বৃহস্পতিবার যেভাবে অবলীলায় মিডিয়াম পেস বোলিং করে গেলেন ইঙ্গিত স্পষ্ট দ্বিতীয় টেস্টে অশ্বিন দলে থাকলে অলরাউন্ডার অশ্বিনকে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

উদ্দীপ্ত নর্থইস্টের সামনে এবার এটিকে

না জিতলে বিপদ বাড়বে শেরিংহ্যামদের

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি: নতুন টেকনিক্যাল উপদেষ্টা আভ্রাম গ্র্যান্টের প্রশিক্ষণে প্রথম ম্যাচটা হয়তো জিতেছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। কিন্তু চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নবম রাউন্ডে, গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার তাদের সেরা ছন্দে থাকতেই হবে। কারণ এবার তাদের লড়াই জিততে মরিয়া হয়ে ওঠা এটিকের বিরুদ্ধে। এখনও পর্যন্ত আট ম্যাচে মাত্র দু'বার জিতেছে এটিকে। নর্থইস্টকে হারাতে পারলে প্রথম চারে থাকা দলগুলির সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্য মাত্র দুইয়ে নামিয়ে আনতে পারবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। এটিকের সহকারী কোচ বাস্তব রায় তো নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন লা লিগার রিয়াল মাদ্রিদের। মনে করছেন, ফর্মে ফেরার এমনই এবং এখন কলকাতাকে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই তৈরি করার দিকে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে, অন্য দলগুলির দিকে না তাকিয়েই। 'রিয়াল মাদ্রিদের অবস্থা দেখেছেন? এটাই ফুটবল, এমনই হয় এ খেলায়। আমরাও চেষ্টা করছি সর্বস্ত দিয়ে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে। এখনও মনে করছি, প্লে অফে যাওয়া সম্ভব। লিগ তালিকা নিয়ে কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই চলছে না। পরপর দুটি ম্যাচ জিততে পারলে আমরাও হয়তো উঠে আসতে পারব কাঙ্ক্ষিত জায়গায়। জানি ভাগ্য এবার আমাদের সঙ্গে নেই। চান্স ফ্যাক্টরও যাচ্ছে বিপক্ষে। কিন্তু আমরা পেছনে না তাকিয়ে সামনে তাকাতে আগ্রহী। যেটা আমরা করতে পারি, কঠোর পরিশ্রম। ভাগ্যের ব্যাপারটা আমাদের হাতেও নেই। ফুটবলের প্রাথমিক নিয়ম হল, গোল করতে হবে এবং গোল খাওয়া চলবে না। আমরা সেই ব্যাপারেই জোর দিতে চাইছি' বলেছেন বাস্তব। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে দলের পরিকল্পনা কী হতে চলেছে তা নিয়ে বিশেষ কিছু জানাননি, যদিও নর্থইস্ট যে শেষ ম্যাচে এফসি গোয়ার মতো দলকে ২-১ গোলে হারিয়েছে, খুব ভাল করেই জানেন। চেলসির প্রাক্তন ম্যানেজার আভ্রাম গ্রান্ট আবার দলের ফুটবলারদের কাছে চাইছেন সেই একই মানসিকতা যা তাদের জিতিয়েছিল এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে, টানা চার ম্যাচে হারের পর। আরও একটি জয় মানে পয়েন্ট তালিকায় তারা উঠে আসতে পারে এটিকের উপরে, যা এই ম্যাচে তাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। 'আমার তো মনে হয়, অনেকটা উন্নতি করতে হবে আমাদের। ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণাত্মক ফুটবল পছন্দ করি। কিন্তু সেই স্তরে উঠতে গেলে আরও অনেকটা দূর যেতে হবে আমাদের। তাই এখন লক্ষ্য হল একত্রিত ও সংগঠিত থাকতে হবে মাঠে। তেমন করতে পারলেই হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফল পেতেও পারি' বলেছেন নর্থইস্টের সহকারী কোচ এলকো শাতোরি। 'দুটো জায়গায় বাড়তি কাজ করতেই হবে। এক, দলগত ঐক্য। গত সপ্তাহে দেখা গিয়েছিল মাঠে সবাই সবাইকে সাহায্য করতে চাইছে। ফলে, সংগঠিত রূপ দেখা গিয়েছিল খেলায়, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, গোল করার ক্ষেত্রেও উন্নতি চাই। কিন্তু সে কাজটাই সবচেয়ে কঠিন ফুটবলে। আজ অনুশীলনে গোল পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম আর কাল মাঠে নেমেই গোল পেয়ে গেলাম, ফুটবলে এমন হয় না। সেটা হতে পারে শুধু দলে মেসি বা রোনাল্ডোর মতো কেউ থাকলে' বলেছেন শাতোরি।

নর্থইস্টে সেই দুই ফুটবলারের কেউই নেই। কিন্তু গত ম্যাচেই তারা দেখিয়েছিল, ঐক্যবদ্ধ পারফরম্যান্সের স্বরূপ, এবারের লিগে অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে। যদি আবারও তেমন খেলতে পারে, এটিকের সমস্যা বাড়বে নিশ্চিত।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে কোচের নজরদারিতে অনুশীলন সারছেন এটিকের ফুটবলাররা।

আইজল এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলে

স্টাফ রিপোর্টার: চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচ ভুলে আইজল এফসি ম্যাচ নিয়ে প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলে। গোয়া থেকে শহরে ফিরে একদিন বিশ্রাম নিয়ে বৃহস্পতিবার ফের অনুশীলনে নেমে পড়লেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। নয় ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আই লিগ খেতাব দৌড়ে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। একটি ম্যাচ কম খেলে মিনার্ভা এফসি ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত শীর্ষে রয়েছে লিগ শীর্ষে। তবে সে নিয়ে এতটুকু চিন্তিত নন লাল-হলুদের হেড স্যার খালিদ জামিল। বরং তাঁর ভাবনায় এখন শুধুই আইজল এফসি ম্যাচ। গত মরশুমে কোচের দায়িত্ব নিয়ে আইজলকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল খালিদের। এবার প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও আইজলের বিরুদ্ধে জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। তাই এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও জয় ছিনিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার পাশাপাশি লিগ খেতাবের দৌড়ে ফের শীর্ষে ওঠাই লক্ষ্য লাল-হলুদ কোচের। গতবার কোচের দায়িত্বে থাকায় আইজল ফুটবলারদের নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন খালিদ। এটা যেমন বাড়তি সুবিধা, ঠিক তেমনি আইজল ম্যাচেই মাঠে নামার সম্ভাবনা উজ্জ্বল প্রাক্তন লাল-হলুদ ফুটবলার ডুডুর। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ডুডুকে সরাসরি আইজল পাঠাতে চান ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ১৬ জানুয়ারি খেলবে আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে। এরপরই ২১ জানুয়ারি ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। তাই ডার্বির আগে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব দৌড়ে ফের এক নম্বর জায়গাটা দখল করাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের। এখন দেখার লেসলি ক্লডিয়াস সরণির দলটি সেই স্বপ্নটা পাহাড়ের মাটিতে পূরণ করে সমতলে নেমে আসতে পারে কি না।

দু'দিন বিশ্রামের পর ডার্বির অনুশীলন

শুরু করার ভাবনা মোহনবাগান কোচের

স্টাফ রিপোর্টার: আইজল এফসি ম্যাচে জয়ের পর আই লিগে ফের হার মোহনবাগানের। এবার ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হার মিনার্ভা এফসি'র কাছে। এবার সমানে ২১ জানুয়ারি ফিরতি পর্বের ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। চার ম্যাচে নয় পয়েন্ট নষ্ট করে লিগ খেতাবের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। এরপর গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসিকে হারিয়ে কিছুটা অক্সিজেন সংগ্রহ করে সবুজ-মেরুন শিবির। কিন্তু ফের ছন্দপতন শঙ্করলাল চক্রবর্তীর দলের। এবার হার লুধিয়ানার দল মিনার্ভা এফসি'র কাছে। আর মিনার্ভার কাছে হারতেই আই লিগের খেতাব দৌড়ে ফের ব্যাকফুটে মোহনবাগান। মিনার্ভা ম্যাচে হারতেই বাগান শিবিরের দলে বদলের ভাবনা। তবে সে সব নিয়ে নয়, মোহনবাগানের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক শঙ্করলাল চক্রবর্তীর ভাবনায় এখন শুধুই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ। বড় ম্যাচের আগে বেশ কয়েকদিন হাতে সময় রয়েছে। তাই মিনার্ভা ম্যাচের পর দু'দিন অনুশীলনে ছুটি দিয়েছেন সবুজ-মেরুন কাণ্ডারি। আসলে টানা ম্যাচ খেলে ক্লান্ত ফুটবলাররা। তাই ডার্বি ম্যাচে ফুটবলারদের ফুরফুরে মেজাজে পাওয়ার আশায় দু'দিন অনুশীলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত শঙ্করের। ৯ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবলে পঞ্চম স্থানে থাকলেও এখনও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বাগান কোচ। ম্যারাথন লিগের খেতাব দৌড়ে পিছিয়ে পড়লেও হতাশ হতে রাজি নন শঙ্কর। তবে খেতাব দৌড়ে ফিরে আসার জন্য বাগানের হেড স্যারের ভাবনা ম্যাচ বাই ম্যাচ। তাই দু'দিন বিশ্রামের পর ফের ডার্বি ম্যাচের অনুশীলনে নেমে পড়ই লক্ষ্য মোহনবাগান কাণ্ডারির। আসলে তিনি বেশ ভাল করেই জানেন ডার্বি ম্যাচে মশাল নিভিয়ে পালতোলা নৌকা তরতরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে সঞ্জয়ের মতো তাকেও যে সরে যেতে হবে।

অজি ওপেনের ফাইনালে ফের রাফা-রজার দ্বৈরথ

মেলবোর্ন, ১১ জানুয়ারি: হাতে মাত্র কয়েক দিন, তারপরেই ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু বছরে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্র'র তালিকা ঘোষণা করা হল। সেই তালিকা অনুযায়ী ফাইনালে দেখা যেতে পারে রাফা-রজার দ্বৈরথ। শেষ মরশুমের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে ফাইনালের মঞ্চে একে অন্যের বিরুদ্ধে একবারই লড়েছেন দুই মহারথী। সেই লড়াইয়ে জিতেছিলেন ফেডেরার। এই মুহূর্তে টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে রয়েছেন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে শেষবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন রজার ফেডেরার। ম্যারাথন ফাইনালে নাদালকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ফেডেক্স। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফের একবার দেখা যেতে পারে দুই কিংবদন্তির টক্কর। ড্র অনুযায়ী ফাইনালে রজারের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে শীর্ষ বাছাই হিসাবে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে নামছেন নাদাল। টুর্নামেন্টে স্প্যানিশ তারকার প্রথম প্রতিপক্ষ ভিক্টর বার্গোস। প্রকাশিত ড্র'র তালিকা অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনালে নাদালকে লড়তে হতে পারে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে। দিমিত্রভ লড়তে পারেন জ্যাক সকের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টারে নোভাকের মুখোমুখি হতে পারেন ডমিনিক থিয়েম। আর সুইস কিংবদন্তি রজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে গফিনের সঙ্গে।

মুস্তাক আলি টি-২০'তে জোর নাটক

হায়দরাবাদ-কর্নাটক ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা

বিশাখাপত্তনম, ১১ জানুয়ারি: বোর্ডের টুর্নামেন্ট মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফি'তে ঘটল জোর নাটক। হায়দরাবাদ ও কর্নাটকের ম্যাচ ঘিরে উত্তেজিত হয়ে উঠল পরিবেশ।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে কর্নাটক। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে হায়দরাবাদের মেহেদি হাসান একটি বল আটকাতে গিয়ে বাউন্ডারি অতিক্রম করে ফেলেন। নিয়ম অনুযায়ী এক্ষেত্রে চার রান পাওয়ার কথা ছিল কর্নাটকের। কিন্তু মাঠের আম্পায়ারদের ভুলে ২ রান জোটে তাদের কপালে। টিভি রিপ্লেতে বিষয়টি দেখে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন কর্নাটকের টিম ম্যানেজমেন্ট। তখন কোনও ব্যবস্থা না নিলেও কর্নাটকের ইনিংস শেষ হলে তাদের মোট রানের সঙ্গে ২ রান যোগ করেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। প্রথমে ব্যাট করে ২০৩/৫ স্কোর করেছিল কর্নাটক। ২ রান যোগ হওয়ার পর তাদের স্কোর দাঁড়ায় ২০৫/৫। হায়দরাবাদ ব্যাট করতে নামার আগে তাদের সেকথা জানানো হলেও অফিসিয়ালদের সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হননি দলের অধিনায়ক আম্বাতি রায়াডু। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৩/৯ স্কোরে থামে হায়দরাবাদ। এরপরেই সুপার ওভার খেলার জন্য মাঠেই অপেক্ষা করতে থাকে পুরো দল। যার জেরে পিছিয়ে যায় পরবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ বনাম কেরালা ম্যাচও। দীর্ঘক্ষণ পর মাঠ ছাড়ে হায়দরাবাদের ক্রিকেটাররা। ম্যাচের শেষে রায়াডু জানিয়েছেন, 'মাঠে নামার আগেই অফিসিয়ালদের জানিয়ে দিয়েছিলাম আমরা ২০৪ রানকেই লক্ষ্য হিসাবে দেখছি। তাই ২০৩ স্কোরে থামায় আমরা সুপার ওভারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

এই ম্যাচে কর্নাটকের ইনিংসের মূল কারিগর করুণ নায়ার (৭৭)। তাঁর এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতমের (৫৭) দুরন্ত ইনিংসে ভর করেই এই বিশাল রান করে কর্নাটক। একমাত্র আকাশ ভান্ডারি (০/২৪) ছাড়া হায়দরাবাদের সমস্ত বোলারই প্রচুর রান দিয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাল্টা ঝড় তোলেন হায়দরাবাদের দুই ওপেনার তন্ময় আগরওয়াল (৩৮) ও অক্ষত রেড্ডি (৭০)। মাঝের ব্যাটসম্যানরা তেমন রান না পেলেও শেষদিকে বি সন্দীপ (৩৪) হায়দরাবাদকে জয়ের দোরগোড়ায় টেনে নিয়ে যায়। যদিও স্টুয়ার্ট বিনির (৩/২৯) আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে শেষ ওভারে বাকি থাকা ৮ রানের মধ্যে মাত্র ৫ রান করতে পারে হায়দরাবাদ।

লুকাস ভাসকুয়েজের জোড়া গোলে ভর করে নুমান সিয়ার সঙ্গে কোপা ডেল রে'র প্রি কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে ড্র করল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম পর্বের ম্যাচ মাদ্রিদ জিতেছিল ৩-০ গোলে।

ফের স্বমহিমায় বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর অ্যাঞ্জেলিক কের্বের। সিডনি ইন্টারন্যাশনালের কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-৩, ৬-১ সেটে উড়িয়ে দিলেন ডমিনিকা চিবুলকোভাকে। সেমিতে তাঁর প্রতিপক্ষ ক্যামিলা জর্জি। শেষ চারে যাওয়ার লড়াইয়ে ক্যামিলা ৬-১, ৬-২ সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন অ্যাগনেস্কা রাদওনস্কাকে।

চেলসি-আর্সেনালের ড্র

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি: গোলশূন্যভাবে শেষ হল চেলসি বনাম আর্সেনালের ম্যাচ। ইংলিশ ফুটবল লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ডের অন্যতম নামী দুটি দল। এদিন চেলসি কোচ আন্তোনিও কন্তে নিজের সেরা একাদশকে মাঠে নামালেও দলের সেরা দুই খেলোয়াড় আলেক্সিস স্যাঞ্চেজ ও মেসুট ওজিলকে প্রথম একাদশে রাখেননি আর্সেনালের কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। স্যাঞ্চেজ অবশ্য পরিবর্তন হিসাবে মাঠে নামেন। এদিন চেলসির দুটি আক্রমণ পোস্টে লেগে প্রতিহত না হলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হত।

নেইমারের নৈপুণ্যে সেমিতে প্যারিস সাঁ জাঁ

প্যারিস, ১১ জানুয়ারি: ব্রাজিলিয়ান ফুটবল মহাতারকা নেইমারের দুরন্ত ফুটবলে ভর করে কোপা ডে লা লিগের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল প্যারিস সাঁ জাঁ। কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের প্রতিপক্ষ আমিয়েন্সকে ২-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। এদিন দল নিয়ে বেশ পরীক্ষা চালানেন প্যারিসের কোচ উনাই এমেরি। আলফান্সো আরেওলা, দানি আলভেজ, লেভিন কুরযাওয়া, এডিনসন কাভানির মতো তারকাদের বাইরে রেখেই প্রথম একাদশ বাছেন তিনি। তাতে অবশ্য জিততে অসুবিধা হয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। খেলার ৩৪ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আমিয়েন্সের গোলরক্ষক রেগিস গ্রুন্টনার। ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নেইমার। ৭৮ মিনিটে অ্যাঞ্জেল ডি' মারিয়ার পাস থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আব্রিয়ান র‍্যাবিওট। পুরো ম্যাচেই দুরন্ত খেলল নেইমার। সেমিফাইনালে প্যারিসের প্রতিপক্ষ স্টাড রেনিয়াস।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা